R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই পৌষ বুধবার, ১৪১৭।
২২শে ডিসেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জঙ্গিপুর কলেজে একটাও আসন পেলো না ছাত্র পরিষদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্যান্য কলেজের সঙ্গে জঙ্গিপুর কলেজে গত ১৫ ডিসেম্বর '১০ ছাত্র সংসদের নির্বাচন পুলিশ পাহাড়ায় বিশেষ উত্তেজনায় ১৪৪ ধারা গণ্ডির মধ্যে শেষ হয়। এখানে মোট আসন সংখ্যা ৩১। এর মধ্যে কমার্সের সেকেণ্ড ইয়ারে ২জন এবং থার্ড ইয়ারে ৪ জন ছাত্র থাকায় ভোটের আওতা থেকে তারা বাদ পড়ে। বাকী ২৯টা আসনের মধ্যে ৯টিতে ছাত্র পরিষদ প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এস.এফ.আই দখল করে। বাকী ২০টি আসনে ভোট হলেও ছাত্র পরিষদ একটাতেও জিততে পারেনা। ছাত্র পরিষদের এই ভরাডুবি প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরুণ সরকারের মতামত – কলেজ গভঃ বডি সিপিএমের দখলে। (শেষ পাতায়)

স্কুল ড্রেসে ছাত্রীদের বেপরোয়া মেলামেশা চললেও কর্তৃপক্ষ নীরব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের পেছনের রাস্তায় বেশ কিছু ছাত্রী স্কুল ড্রেসেই বাইরের ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব। এলাকার মানুষের অভিযোগ, সাইকেল বা মোটর সাইকেল নিয়ে বেশ কিছু চেংড়া ঐ সব মেয়েদের সঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করে নিয়মিত। শুধু তাই নয়, ড্রেস পরিহিতা ছাত্রীদের নিয়ে অল্পজলে নদী পার হয়ে সবুজ দ্বীপ বা নির্জন চরে চলে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কিছু করতে পারেননি বলে তারা জানান। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ঐ এলাকায় ঘর ঠিক করে স্কুল ড্রেস পরিবর্তনের সাথে সব কিছুই সেখানে চলছে। শারীরিক সম্পর্ক (শেষ পাতায়)

গঙ্গা ভাঙনের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় নদী পারের মানুষের আতঙ্ক কাটেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের রাজারামপুর ঘাট থেকে কাবিলপুর আধ কিলোমিটার এবং বালিয়া থেকে তেঘরীপাড়া ঘাট পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মিটার গঙ্গানদীতে জঙ্গীপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর উদ্যোগে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ হয় বছর তিনেক আগে। এর পরে ঐ এলাকায় কোন ভাঙন দেখা যায়নি বলে খবর। কিন্তু এখনও প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ বাকি আছে। যার ফলে নদী তীরবর্তী মথুরাপুর চাঁইপাড়া, দ্বীপপাড়ার মানুষ আতঙ্কে আছেন। অল্প পরিসর এই জায়গার ভাঙন প্রতিরোধে কংগ্রেস – সিপিএম কোন দলের নেতাই মাথা ঘামান না বলে ঐ সব এলাকার গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

জঙ্গিপুর বইমেলা ১৮ থেকে ২৩ জানুয়ারী ২০১১

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য রেখে জঙ্গিপুর বইমেলা এবার জানুয়ারীর ১৮ থেকে ২৩ '১১। গত ১৭ ডিসেম্বর স্থানীয় পুর টাউন হলে এক আলোচনা সভায় দিন নির্দিষ্ট হয়। এবারে মেলার থিম রবীন্দ্রনাথের ১৫০ বছর। আলোচনায় উঠে আসে হিসেব নিকেশে গড়মিল। স্মারক পত্রিকা প্রকাশ ও তার বিজ্ঞাপনের টাকা ইত্যাদিকে ঘিরে কমিটির স্বচ্ছতা নিয়েও নানা জনের মধ্যে কথোপকথন চলতে দেখা যায়।

তৃণমূলের চাপে সিপিএম পার্টি সদস্য টাকা ফেরত দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের বাবুপুর গ্রামের জনৈক গৃহহীন বিশ্বনাথ দাস ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্প থেকে ৫০,০০০ টাকা অনুদান পান। ঐ টাকা পেতে লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের সিপিএম পার্টি সদস্য কালু সেখকে ৫,০০০ টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে লোন পাবার কোন আশা নাই – এ কথা নাকি বিশ্বনাথকে জানিয়ে দেয়া হয়। (শেষ পাতায়)

লরির ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪ নং জাতীয় সড়কে অনুপপুরের কাছে গত ১৮ ডিসেম্বর'১১ লরির ধাক্কায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়। নাম স্বাধীন রবিদাস (৫০), বাড়ী মির্জাপুর অঞ্চলের নওদা গ্রামে। খবর, ঐ দিন স্বাধীন কাজ সেরে বাড়ী ফেরার সময় রাস্তার পাশে টেলিফোন কোম্পানীর খুঁড়ে রাখা গর্তের মাটিতে পা হড়কে রাস্তার ধারে পড়ে গেলে তাকে গুরুতর আঘাত (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই পৌষ বুধবার, ১৪১৭

।। বড়দিন ।।

প্রাজ্ঞ তিনজন বাহির হইয়াছিলেন পূর্বদেশ হইতে সেই নবজাতকের সন্ধানে, সঙ্গে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন তাঁহার জন্য মূল্যবান উপহার। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের অভিযাত্রা। তখন শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বেথেলহেমে সেদিন ছিল দারুণ কনকনে শীত। দুর্যোগ আর শৈত্যের মধ্যে এক দম্পতিও আশ্রয়ের খোঁজে পান্থশালায়। তাহারা হইলেন জোসেফ এবং মেরি। মেরি আসন্ন প্রসবা। পান্থশালায় আশ্রয় না পাইয়া বাধ্য হইয়া আসিলেন এক আস্তাবলে। সেদিন রাত্রে ভূমিষ্ট হইলেন মানবত্রাতা যিশুখৃষ্ট। ২৫শে ডিসেম্বর। সারা বিশ্বের মানুষের নিকটে এক বিশেষ দিন। এই দিন আসিয়াছিলেন ধরণীর বুকে মৈত্রী-প্রেম-ভালোবাসা-শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন মহামানব যিশু। তাঁহার জন্মদিন বড়দিন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই দিনটি খৃষ্টানদের নিকটেই শুধু পবিত্র দিন নহে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পবিত্র দিন, উৎসবের দিন, খুশির দিন, আনন্দ – আমাদের দিন – বড়দিন। শোনা যায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুর জন্মদিন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই এই দিনটি তাঁহার হ্যাপি বার্থ ডে। খিস্টমাস নামটি নাকি তাহার পাঁচশত বৎসর পর প্রচলিত হইয়াছে। এই দিনটিকে ঘিরিয়া আনন্দের কত আয়োজন, আলোক সজ্জার কত বৈচিত্র। ফিরিয়া ফিরিয়া আসুক এই দিন প্রতি বৎসর – এই প্রার্থনা সকলের। কেহ কেহ বলেন বড়দিন হইল বড়দিনের উৎসব। বড়দিনের মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নতজানু প্রণতি নিবেদনের দিন – এই দিন – বড়দিন।

যিশুর জন্মদিন শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিন নহে, ইহার আধ্যাত্মিকতাও রহিয়াছে। মানবসত্তা এবং মানবজাতির জন্য যিশু প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল তাঁহার বাণী। মানুষকে ভালোবাসায় ছিল তাঁহার বাণীর মূল কথা ও জীবনের মৌল ব্রত। হিব্রু ভাষায় যিশুর নাম 'জেশুয়া মেশিয়াহ', ইংরাজীতে Jesus Chirst. তিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রুশ হইতেছে দুঃখবরণ এবং আত্মোৎসর্গের সুমহান প্রতীক। সত্য-প্রেম-অহিংসা এই মানব পরিত্রাতার জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি বলিয়াছেন – ঈশ্বর আমাদের পিতা। তাঁহাকে সেবা করিতে হইলে সেবা করিতে হইবে মানুষকে। প্রতিটি মানুষকে হইতে হইবে যিশুর মত নিস্পাপ এবং সরল। কিন্তু পৃথিবী কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাঁহার শিক্ষা ? আজিও দেখি 'কপট হিংসা গোপন রাত্রি ছায়ে/হেনেছে নিঃসহায়ে' ; 'মানুষের মনের কথা মনে হয়-দ্বেষ' ; 'হিংসায় উন্মত্তপৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদের উগ্র বিষবাষ্পে চারিদিক কলুষিত। মানবাত্মাও ক্রুশবিদ্ধ।

১৯১০ সাল। বড়দিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে খিষ্টোৎসব পালনের সূচনা করিয়াছিলেন। মন্দিরে তাহার আয়োজন করিয়াছিলেন। বড়দিন প্রসঙ্গে তিনি বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছিলেন – 'আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধূলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।' দয়াহীন সংসারে যিশুকে নিষ্ঠুর ভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল, বিচারের বাণী সেইদিন নিভৃতে কাঁদিয়াছিল। তিনি তো মানুষকে ভালোবাসিয়া ছিলেন, দোষকে নয়, দোষীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, অন্তর হইতে বিদ্বেষ বিষ নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে ? নহে কি মানবাত্মার নির্মম অবমাননা ? আজিও দুনিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে সাম্রাদায়িকতা ও সন্ত্রাসের যুবকাষ্ঠে মনুষ্যত্বের বলিদান। প্রার্থনা করি – বড়দিন তাহাদের চেতনা বলয়ে আনিয়া দিক শুভবুদ্ধি, শুভঙ্কর ভাবনা। ক্ষমা এবং ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠুক বড়দিন।

নবান্ন

— সাধন দাস

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্ব্বন। জীবনকে আ[illegible] উৎসবে ভরিয়ে তোলার জন্য ঋতুচক্রের পথে পথে যখনই সে কোনো উপলক্ষ পেয়েছে, তখনই তাকে নানা উপাচারে সাজিয়ে উদ্‌যাপন করেছে। হেমন্তের তেমনি একটি লোকউৎসবের নাম 'নবান্ন'।

বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত, আর এই ভাত হয় চাল থেকে। এই ক্ষুদ্র নয়নমোহর শিল্পশোভিত শস্যকণাটি লুকিয়ে থাকে যে আধারের মধ্যে, তার নাম 'ধান'। (৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রিন্সিপ্যালের অপদার্থতা প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে আপনার পত্রিকায় জঙ্গিপুর কলেজের বি-এ পার্ট ওয়ান (২০১০) পরীক্ষার খারাপ ফলাফল প্রসঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের প্রশাসনিক অপদার্থতার বিষয়ে প্রকাশিত বলিষ্ঠ ও সঠিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য জঙ্গিপুর সংবাদ'কে সাধুবাদ জানাচ্ছি। প্রশাসনিক অদক্ষতার জন্যই কলেজে ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না। অধ্যাপকরা নিয়ম মাফিক ক্লাস নেন না। অধ্যক্ষকে বার বার জানিয়েও কোন ফল হয় না।

সজল রায়, জীবন দাস, রাকিব সেখ, মনিরুল ইসলাম (মোল্লা), সঞ্চিতা কর্মকার, রত্না মণ্ডল, জয়িতা সরকার, রামকৃষ্ণ রায়।
(দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী)

অধীর এখনোও বৃদ্ধ সাজাহান হননি

— চিত্ত মুখোপাধ্যায়

গত ১৫ই ডিসেম্বর সাগরদীঘিতে মমতা শেষ বেলায় এলেও এলেননা প্রণববাবু। ততক্ষণে অনেকে খবর পেয়েছে প্রণববাবুর নাকি হ্যালিকপ্টারে গণ্ডগোল হয়েছিল। মিডিয়ার দৌলতে কিছুদিন ধরে বোঝাই যাচ্ছিল না অধীরকে চটিয়ে প্রণববাবু কার উসকানিতে আর কেনই বা মমতার হাত ধরে এই জেলায় 'এন্ট্রাস' দিচ্ছেন তৃণমূলকে, কংগ্রেসকে বেকায়দায় ফেলতে। এতবড় দক্ষ রাজনীতিক এহেন ছেলেমানুষী কেন করতে গেলেন !

দিল্লী বা কোলকাতায় ব্যাপারটা নানাভাবে বিচার হবে, মাত্রা পাবে। আমরা এতদিনে জেনে গেছি আসল ঘটনাটা। মুর্শিদাবাদ জেলায় সব নেতাই সেদিন কংগ্রেসের কলেবর বৃদ্ধি করতে নানা কায়দা কসরৎ করেও কিছু করতে পারেননি। মধু বাগ নৃপেন চৌধুরীরা শেষ কথা বলেছেন। সাত্তারের যুগ কবেই শেষ হয়েছে। সেই দুর্দশার রাহু পাশ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এই অধীরই। বহরমপুর শহর বা সংসদ এলাকায় নিজের বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখতে পারতেন। কর্মীদের চাহিদায় তা না করে দুর্গম এলাকায় ঘুরে, যারা আজ স্রেফ সাম্প্রদায়িকতার গোঁড়ামীতে অধীরের বিরোধীতা করছে তারাও সেদিন অধীরের হাত ধরেই উঠে দাঁড়ায়েছিল। গিরিয়া থেকে নবগ্রাম, বেলডাঙ্গা থেকে কর্ণসুবর্ণ যেখানেই কংগ্রেসের কর্মীরা মার খেয়েছে, বদলাও নিয়েছে অধীরের দেওয়া মনের জোরে। ভোটে তার প্রতিফলন দেখা গেছে। তার বাহিনীর বিরুদ্ধে নামানো হয়েছে চোখা চোখা পুলিশ অফিসারকে। সত্যি মিথ্যা বহু মামলায় জর্জরিত করা হয়েছে। উভয়পক্ষের কিছু মানুষ খুন হয়েছে। দলে ভাঙ্গন ধরানো, গোষ্ঠিবাজীর বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে। কংগ্রেস থেকে কৌশল করে মমতার ঘনিষ্ট এবেলা ওবেলা নিজ স্বার্থে পাল্টি খাওয়া কিছু কবুতর-তরমুজ নেতা জেলার সদরে এসে অধীরের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। আবার সে লজ্জা ঢাকা দিতে জেলে গিয়ে দেখাও করে হাত দুয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। সেদিন একা বড় কঠিন লড়াইতে চরম সংযমের সঙ্গে লড়েছেন অধীর। ঠোঁটে হাসি থাকলেও নিঃশ্বাসের গরমে সীসা গলে যেত। আর একটা দিকে তাকাই। সেখানে দেখুন কি চলছে। একদল প্রণববাবুর স্তাবক ভোটে ব্যাপক টাকা ছড়িয়ে একটা দুর্বল জায়গা বুদ্ধি করে তৈরী করতে পেরেছিল, তারা এখন টাটা সুমো, সাফারী গাড়িতে দমদমে নেমে সোজা দিল্লী গিয়ে প্রণববাবুর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে যাচ্ছে, আর ওয়েটিং রুমে 'ভিজিটার শ্লিপ' দিয়ে তা অবাক চোখে দেখছেন দিল্লীর তাবড় তাবড় নেতা এমন কি নাকি অনিল আম্বানীও ! শুধু কি তাই ! সমুদ্র মন্থনের যাবতীয় রাজভোগ কয়েকটি পরিবারে সীমাবদ্ধ। সমস্ত ব্যাঙ্কের মাথায় বসতে প্রণববাবু তাদেরকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মাসে ৪০/৫০ হাজার সাম্মানিক বেতন, (৩য় পাতায়)

(ইংরেজী ২৭/১২/১০ তারিখে শ্রীশ্রীমা সারদার ১৫৮ তম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে

জঙ্গিপুর সংবাদের বিশেষ ক্রোড়পত্র)

শ্রীশ্রীমা সারদা

প্রশান্ত সিন্‌হা

ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সাথে প্রশ্ন জাগে ওঁদের মধ্যে শ্রীমা সারদার ভূমিকা কি ? প্রশ্ন জাগে যে তিনি কি শুধু সংঘ জননী বা শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিনী রূপে ইতিহাসের পাতায় পরিচিতা না - নবযুগের সূচনায় তিনি একটি বিশেষ অধ্যায় - কোনটা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্মিনী সম্পর্কে বলেছেন – "ও (শ্রীমা) সারদা - সরস্বতী আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যান হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে" – আবার বলেছেন – "ও কি যে সে - ও আমার শক্তি", শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঐকিহাসিক মূল্যায়ন ইতিপূর্বে ঠিক সে ভাবে হয়নি। তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন না হওয়ার পেছনে দুটি কারণ দেখিয়েছেন বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী সোমেশ্বরানন্দজী – প্রথমতঃ তিনি বই লেখেননি – কোন বক্তৃতা দেননি। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়েছে তার বেশির ভাগই তাঁর কল্যান-ময়ী মাতৃরূপের বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর জীবন-কলার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ কোন ব্যাখ্যা হয় নি। মা সারদা প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন – " To me it has always appeared that she is Sri Ramakrishna's final ward as to the ideal of Indian womanhood ...." অর্থ্যাৎ নারী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা শ্রীমা সারদা - এই অভিমত প্রকাশ করলেন ভগিনী নিবেদিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ - শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ এ্কই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একই ভাব ধারাকে তুলে ধরেছিলেন - এবং একই ভাব ধারায় এদের প্রত্যেকের জীবন উৎসর্গীকৃত হলেও - এদের নিজেদের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি ঠিক ভাবে আমরা তুলে ধরতে না পারি তাহলে তাঁদের মূল্যায়নের ক্রুটি থেকে যাবে। কিন্তু এঁদের সেই মূল্যায়নের প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের আলোচনা নয় - আজ শুধু শ্রীমায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা বা শুধু মাতৃবন্দনা। সংক্ষেপে শুধু বলা যেতে পারে – যে ভাবাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সামনে রেখেছিলেন – স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভাবাদর্শ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং জীবনের প্রতি স্তরে, কি ভাবে সেই আদর্শ বা ভাবাদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হয়। তার ব্যাখ্যা করেছিলেন – আর শ্রীমা সারদা দেখিয়েছিলেন শ্রী ঠাকুরের সেই ভাবাদর্শ ও স্বামীজীর বানীর ব্যবহারিক প্রয়োগ। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী ঠাকুরের সেই আদর্শের মূর্ত্ত প্রতিমা। বালিকা অবস্থাতেই শ্রীমায়ের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা আগ্রহ ছিল অপরিসীম। বাড়িতেই পড়াশুনা শুরু করেছিলেন কিন্তু ভাগ্নে হৃদয়ের জন্যে তা হয়ে ওঠেনি। লক্ষী নামে এক আত্মীয়া নিজে পাঠশালা থেকে ফিরে আসবার পথে শ্রীমা'কে বাড়িতে গোপনে পড়াতেন। দক্ষিনেশ্বরে থাকা কালিন ভব মুখ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে শ্রীমা কে রোজ পড়াতেন। বরানগরে গৌরীমায়ের আশ্রমে ছাত্রীদের পড়াশুনাতে শ্রীমা সারদা খুব উৎসাহ দিতেন। নিজের শিষ্য-শিষ্যাদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতেই নয় সব দিকে নজর রেখে চলবার পরামর্শ দিতেন। অসাধারণ পতিনিষ্ঠা ছিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে উঠেছিলেন তিনি – কিন্তু অসাধারণ পতিনিষ্ঠা মহিলারা। যেখানে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে শ্রীমা সারদার চরিত্রে কিন্তু তার ভিন্নরূপ দেখা দিয়েছিল। পতিনিষ্ঠা মহিলার মতো নিজ স্বামীকে অনুসরণ করলেও নিজের স্বাধীনতা তিনি বিসর্জন দেননি–যখন যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন তখন তিনি নিজ মতামত জানিয়েছেন দৃঢ় ভাবে। দক্ষিনেশ্বরে থাকাকালীন ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে শ্রীমায়ের চরিত্রের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে – যেমন – শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবী সন্ন্যাসীদের নিজ সন্তান জ্ঞানে শ্রীমা পেটপুরে খাওয়াতে ভালবাসতেন সাধন কালে এ ধরণের খাওয়া-দাওয়া সাধন পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করবে – জানিয়ে শ্রীঠাকুর মাকে বিরত থাকতে বলেছিলেন – কিন্তু শ্রীমা ঠাকুরের এ নিদের্শ মেনে নিতে পারেন নি– আবার প্রথম জীবনে নষ্ট চরিত্রের এক মহিলা শ্রীমায়ের সংস্পর্শে আসার পরে ঠাকুরের খাবারটা নিয়ে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করায় শ্রীমা তাকে দিয়ে ঠাকুরের খাবার পাঠিয়েছিলেন তাতে শ্রীঠাকুর বিরক্ত হয়ে তার হাতে খাবার পাঠাতে বারণ করেছিলেন – কিন্তু শ্রীমা তা মেনে নিতে পারেন নি বলেছিলেন – " মা বলে কেউ কোন আবদার করলে আমি না করতে পারবনি"। – এরকম বেশ কিছু ঘটনা দেখা যায় যেখানে শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন দৃঢ় ভাবে। প্রকৃতই শ্রীমা প্রথম জীবন থেকেই স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন। প্রথম যেদিন শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এলেন সেদিন শ্রীঠাকুর তাকে প্রশ্ন করেছিলেন – "তুমি কি আমাকে, সংসার পথে টেনে নিতে এসেছো ? শ্রীমা দৃঢ় এবং অত্যন্ত সাহসের সাথে উত্তর দিয়ে বলেছিলেন " না তোমার সাধন পথে সাহায্য করতে এসেছি।" সেই সময়ে শ্রীমায়ের বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর কয়েক মাস ঐ বয়সে ও ধরণের উক্তির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছিল শ্রীমায়ের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। স্বামীজী এবং শ্রীমায়ের অপর সন্তানরা শ্রীমা কে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং সংঘ জননী বলে তাঁর প্রতিটি নিদের্শ মেনে চলতেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে স্বামীজী সব সময় শ্রীমায়ের সাহায্য নিতেন – এবং তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ মেনে নিতেন দ্বিধাহীন চিত্তে। স্বামীজী মঠে দূর্গাপূজা করার সিদ্ধান্ত নিলে অনেকে অমত হলে স্বামীজী অগত্যা শ্রীমায়ের মতামত চাইলে শ্রীমা তৎক্ষনাৎ উত্তর দিয়ে বলেন – "হ্যাঁ বাবা মঠে দূর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা করবে বইকি।" স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল নবমীর পূজার দিন দেবীর সমানে বলিদান হোক –

কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বামীজীকে সমর্থন না করে বলেছিলেন - "না বাবা বলি দিও না, প্রাণীহত্যা করো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয় দানই তোমাদের ব্রত"। শ্রীমায়ের ইচ্ছায় স্বামীজী তাঁর ও সংকল্প ত্যাগ করেন। শ্রীমায়ের সেবক তথা অন্যতম প্রিয় সন্তান সারদানন্দজী বলেছিলেন – "শ্রীমা স্বামীজীর কাজের উদ্দাম আবেগ যেন অনেক সময়ে রাশ টেনে ধরে নিয়ন্ত্রিত করতেন"। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময় স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে সেবা কার্য আরম্ভ করেন – সেই সময়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হলে এক সময়ে স্বামীজী বেলুড়মঠের জমি বিক্রী করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্রীমা স্বামীজীর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ মত প্রকাশ করে বলেন – "সে কি বাবা, বেলুড়মঠ বিক্রী করবে কি ? .... বেলুড়মঠ কি একটা সেবা কাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে ? তাঁর কত কাজ ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এভাবে চলবে"। শ্রীমায়ের এই বুদ্ধিমত্তা ও প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও দক্ষতার জন্যে তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানরা তাঁকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা তথা মান্য করতেন।

শ্রীমা তুচ্ছ আচার আচরণের বিরোধিতা করে গেছেন সারা জীবন। দেশাচার যে তিনি মানতেন না তা নয় তবে যে সব দেশাচার মানুষের জীবনকে অনেক সময়ে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় – সেই সব দেশাচারকে উপেক্ষা করে চলতে পরামর্শ দিতেন। সেই সময়ে বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে তৎকালিন সমাজপতিরা যে সব কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলেন সে সম্পর্কে শ্রীমা বলতেন – "ঐ সব খুঁটি নাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবেনা। যে যা বলে বলুক ঠাকুরকে স্মরণ করে সেটা হিতকর মনে করবে সেটাই করবে।" বিধবা মহিলাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা পালন করতে মানা করতেন। জয়রামবাটীর মতো রক্ষনশীল গ্রামেও শ্রীমা মাংস রান্না করে ভক্তদের খাওয়াতেন। নিজে বিধবা হয়েও লাল পেড়ে শাড়ী পরতেন। শ্রীমা বলতেন – "শুচিবাই যত বাড়াবে ততই বাড়বে"। সে যুগে সমুদ্র যাত্রার বিরোধীতা করেছেন তৎকালিন সমাজপতিরা এবং অনেক ক্ষেত্রে সমুদ্র যাত্রা করে বিদেশ থেকে ফিরে এলে তাকে সমাজচ্যুত করা হতো। এই সমাজ ব্যবস্থার বিরোধীতা করে তৎকালিন এক সমাজ সেবী বিনয়কৃষ্ণদেব তৎকালিন আইনমন্ত্রী আলেকজান্ডার মিলার কে আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষনা করার জন্যে অনুরোধ জানালেও কোন ফল হয়নি। শ্রীমা তৎকালিন এক গ্রাম্য অশিক্ষিতা মহিলা হয়েও কিন্তু স্বামীজীকে আমেরিকা যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। অথচ সেই সময়ে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তি বলেছিলেন – সন্ন্যাসী হয়ে স্বামীজীর ম্লেচ্ছ দেশে যাওয়া উচিত হয়নি। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছিলেন – যে হেতু স্বামীজী জাতিতে কায়স্থ সে কারণে স্বামীজী সন্ন্যাসী হতে পারেন না। তৎকালিন এই সব বিদগ্ধ মানুষেরা যেখানে দেশাচারের ওপর উঠতে পারেননি – ভাবতে অবাক লাগে শ্রীমায়ের মতো একজন বিধবা অশিক্ষিতা মহিলা কত সহজেই এই সব তুচ্ছ আচরণের বিরোধীতা করে সেগুলোকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, (৩য় খন্ড পৃঃ ৩০৯) থেকে আমরা জানতে পেরেছি তৎকালিন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কার বালগঙ্গাধর তিলক এবং মাধব গোবিন্দ রানাডে ১৮৯০ সালে ইংরেজদের আয়োজিত এক চায়ের আসরে আমন্ত্রিত হয়ে তাদের সাথে বসে চা পান করেছিলেন। পরবর্ত্তীতে তৎকালিন সমাজপতিরা ম্লেচ্ছদের সাথে চা-পান করেছিলেন বলে তাদের পতিত বলে ঘোষনা করায় তাঁদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রীমা সারদা বহুবার ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস্ ওলিবুল, মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড প্রভৃতি বিদেশিনিদের সাথে একসাথে বসে খাওয়া স্বত্ত্বেও প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। অসাধারণ সংস্কার মুক্ত মানসিকতাই শ্রীমাকে এত সাহসী হতে সাহায্য করেছিল। শ্রীমা জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা হয়েও ছত্রিশ জাতের এটো পরিস্কার করতে দ্বিধাবোধ করেনি - এর জন্যে তাঁকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাকে টলানো যায়নি। তৎকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ছাত্র-ছাত্রীরা জাতিভেদ প্রথা মেনে চলতো। ব্রাহ্মণ ছাত্র-ছাত্রীরা অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো না। শুধু তাই নয় খাবার ঘরে ব্রাহ্মণ ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা পংক্তিতে বসে খাওয়া দাওয়া করতো। অথচ প্রায় একই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরণের কোন জাতিভেদ প্রথা মানা হতো না। শ্রীমায়ের এক আত্মীয়া রাধুকে শ্রীমা এক নীচু জাতের ডাক্তারকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার নিদের্শ দিয়েছিলেন। জনৈকা মহিলা বিরোধীতা করতে উত্তরে মা বলেছিলেন – "সে কি প্রণাম করবেন না – ডাক্তার কত জ্ঞানী"। অন্যদিকে প্রভাত মুখোপাধ্যায় – রবীন্দ্র জীবনী, বিশ্ব ভারতী ১৩৬৮, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৭ থেকে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতামত বা উক্তি জানতে পারছি "........ যাহা হিন্দু সমাজ বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায় যেরূপ উপাদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের পাদস্পর্শ পূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপক দিগকে নমস্কার করিবে এ নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়" কিন্তু শ্রীমা সারদা কত সহজেই এই সব তুচ্ছ আচার কে উপেক্ষা কবে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর কাছে মানুষের জন্ম বা ধর্ম নয়, মানুষের চরিত্র ও জ্ঞানই ছিল বড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যুগের প্রয়োজনে শ্রীমা সারদার আবির্ভাব তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশি – তাই হয়তো নিজেকে দেখিয়ে শ্রীমাকে একদিন বলেছিলেন –" এ আর কি করেছে - তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে হবে"। শ্রীমা সারদা জগতের কাছে অবশ্য অবগুণ্ঠিতাই রয়ে যেতেন যদি না শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমায়ের সম্পর্কে বলে যেতেন। স্বামী শিবানন্দ বলেছেন – "কি সাধারণভাবে তিনি থাকতেন। আমরা তাঁকে কি বুঝব ? একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক চিনেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন – "মা হচ্ছেন জ্যান্ত দূর্গা" আর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলেছেন – "মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মতন থাকেন, অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতুম' ?

(শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ, রঘুনাথগঞ্জের সৌজন্যে)

অধীর এখনোও বৃদ্ধ সাজাহান হননি

(২য় পাতার পর)

মোটা লোনে তাদের সই লাগবেই। নানা রকমের ব্যবসা, লোন, লাইসেন্স তাদেরকে ভরিয়ে দিচ্ছেন কংগ্রেসের এই "উদ্বাস্তু" সাংসদ – যাকে নির্বাচনে জেতার প্রথম স্বাদ দিয়েছিল ঐ "বড্ড জেদী" অধীর চৌধুরী। জঙ্গিপুরের মানুষ দুটি কারণে ভোট দিয়েছিল ঢেলে। সি.পি.এমের সাংসদের বদলে এত বড় মাপের নেতা এখান থেকে নির্বাচিত হলে জঙ্গিপুরের কারখানা হবে, নানা উন্নয়ন হবে। কত সমস্যা দূরে যাবে। চাকরীর বন্যা বইবে। আর গ্যারেন্টার হিসাবে আছেন অধীরের মত সফল নেতা। কিন্তু একটা সময়ে এই দানছত্রের ব্যাপারে অধীরের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও গত বছর দুই থেকে বোধ হয় পাত্তা পান না। কেবল ব্লক কমিটি ভাঙ্গা গড়া আর সংগঠনের কাজ ছাড়া তিনি অন্য কিছু করতে পারছেন না অথবা করছেন না। না হলে এতদিন যারা কংগ্রেসের ঝাণ্ডা ধরে পুলিশ, সি.পি.এম. এর মার খেয়ে দলটাকে টিকিয়ে রেখেছিল, তাদের ভাগ্যে তো ফক্কা। সেই তারা দেওয়াল লিখছে ভোট করছে, চাঁদা তুলছে, মিছিল করছে। ৮/১০ টা ব্যাঙ্কের একটিতেও তাদের নাম নেই। ফোর লেন রাস্তায় তাদের ভূমিকা নেই। ঠিকাদারী নির্বাচিত হচ্ছে সেই একই মৌমাছিদের হাত দিয়ে। অধীর সেখানেও নেই। মানুষ ফিসফাস করছিলো তবে কি লড়াই আসন্ন ? অবশ্য অধীরকে মাইনাস করে জেলার কোথাও সে লড়াই বেশীদিন টিকবে না।

প্রণববাবুর প্রয়োজন আছে মমতাকে নানা কারণে। বয়স বাড়ছে, মাওবাদীদের টার্গেট আছেন। ঝুঁকি নিতে চায়ইছেন না আর। এবার দিল্লীতেই শেষ ঠিকানা। একবার রাষ্ট্রপতি হলে ব্যাস ! মমতার দরকার সেখানে। ছেলেটাকে এম.এল.এ. করতে হবে। এইখানে সেই টোপ গেলাতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন। মহকুমায় আর কোনদিন কোনদলই হিন্দু এম.এল.এ. করে সম্প্রীতি দেখানোর রাস্তা বা হিম্মৎ রাখেনি। নলহাটিতে ছেলেকে দেখবে কে ? এই কংগ্রেস ? মমতাই ভরসা। তাই মমতাকে নিয়ে সাগরদীঘি যাত্রা। তাতে অধীরকে নেমন্তন্ন কিভাবে করলো দরকার কি দেখার ? দেউলীতে বসবে দেওয়ানী আম ! দিল্লীতে রইল দেওয়ানীর খাস।

কিন্তু অধীর তো আর বুড়ো সাজাহান নয়। ফতেপুর সিক্রিতে বন্দী হয়ে প্রিয় লালকেল্লা দেখার মানুষ অধীর নয়। ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র চলছে অধীরকে ঘিরে এ জেলায় এবং সুদূর কোলকাতায়-কে একথা জানেনা ? অধীর গেলেই কংগ্রেসের বিদায়। একই ষড়যন্ত্র মমতাকে ঘিরেও। মমতার কিছু হয়ে গেলেই দলটা আঠারো টুকরো হয়ে উঠে যাবে। বহু উপোসী হায়েনা হাঁ করে আছে, ঐ দলে তারা হরিনামের মালা নিয়ে যায়নি। প্রণববাবু কিছুই বোঝেন না তাও নয়। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি অধীরকে সবটা চেনেন না। তবে সাবাস অধীর। গোটা জেলায় যত্রতত্র রেল অবরোধ করলে মানুষের কাছে অন্য বার্তা যেত। সি.পি.এম বগল বাজাতো। অত্যন্ত দক্ষ রাজনীতিকের মতই সংযম দেখিয়ে তাঁর লোকজন একটা মাত্র 'স্পট' বেছে নিয়ে টোকেন বিক্ষোভ জানিয়েছিল সেদিন। তাতেই প্রণববাবুর রথ আটকে গেল। "আমি বাঁচি, তুমি এবার মরো" – এটা অধীরকে গেলানো গেলনা। মমতা যে কি চিজ তা কি প্রণববাবুরা বোঝেন না ? এ জেলায় একটা প্রধান সিটেও কংগ্রেস ছাড়া ওদের জেতার ক্ষমতা নাই। এম.এল.এ. তে লড়ার কোন প্রস্তুতিই নাই। সেরকম হলে সি.পি.এম.এর তা গিলতে জলও লাগবে না। সারগদীঘিসহ ওরা দাবী করবে ৭/৮ টা। যা ছেড়ে দেওয়া অধীরের পক্ষে সম্ভব নয়। আর মমতার লোকজন তলে তলে ২/৪ টা সিটে অন্য দলের লোককে রাতারাতি ভোট দিয়ে দেবে যাতে অধীরের লোক না জেতে। কেননা মমতাও ভালো করে জানে তার জমিদারী মেজাজ কোঁত কোঁত করে অধীর, শঙ্কর সিং, দীপাদের পক্ষে গেলা খুবই মুস্কিল। তাই ফ্রন্টকে ভাঙ্গার খেলা চলছে। কংগ্রেসের ১০/২০ টা যদি সমর্থন নাও করে তা হলে যেন ক্ষিতীশ বাবুরা সামলে দেন। ওঁর স্ত্রী নাকি ইতিমধ্যেই কালীঘাটে ধরণা দিয়েছেন। নিজের মাংস কেটে অধীর মমতার পেট ভরাতো যদি ভালোবাসা দিয়ে মমতারা অধীরকে ধরে রাখতো। মমতার সঙ্গে অধীরের দলের সমঝোতার পরে এই ক'বছরে নাটুকে সভাপতি মানস আর অন্যে যে যাই বলুক মমতারা ৭/৮ জন পঞ্চায়েত প্রধান, পৌরপিতা, ডজন ছয়েক কাউন্সিলার, কিছু এম.এল.এ. প্রার্থী বড় বড় নেতা সব ঐ দল থেকেই ভাঙ্গিয়ে হজম করে দিয়েছে। অধীর সেটা বুঝেছে, দেখছে। প্রণব বাবু নিজের পরিবারের স্বার্থে তা দেখেও এখন দেখছেন না। জঙ্গিপুরের মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধনের ঐ ঘটক, অধীরকে যদি এভাবে মমতার পদতলে বসানোর চেষ্টা হতেই থাকে- তাহলে প্রণববাবু এবার পুনরায় রাজ্য সভায় কোথা থেকে আসা [illegible] রাখুন এখন থেকেই। মুর্শিদাবাদ আর মেদিনীপুরের মাটি এক নয়। এখানে এস.ইউ.সি. বা মাওবাদীদের সংগঠন দুর্বল। মমতার বিশ্বহিন্দু পরিষদের ধার করা শ্লোগান "জো হাম সে টকরায়েগা ও চুর চুর হো জায়েগা" এখানে চলবে না, বরং এটা অধীর বললে মানাবে।

আমরা আশা করবো, কংগ্রেসকে সাইন বোর্ডে পরিণত করার আগে অধীর, শঙ্কর সিং-দের বুকের জ্বালা পরের বাড়ির মমতা অথবা তাপস পালেরা না বুঝলেও ঘরের লোক প্রণববাবু-মানসবাবুরা আর একবার বুঝবার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় সামনের বিধানসভায় তাঁরা বিরোধী বেঞ্চেই রয়ে যাবেন।

নবান্ন

(২য় পাতার পর)

ওই যে আদিগন্ত ছড়ানো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এই পৌষের পড়ন্ত দুপুরে ওই খেত জুড়ে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে যে সোনালী ফসল – তা হল বাঙালি ঘরের লক্ষ্মী। ক্ষুধিত সন্তানের জন্য মা যেমন সঞ্চিত ক'রে রাখে স্তন্যসুধা, এই জননী বসুন্ধরাও তেমনি আমাদের জন্য ধরিত্রীর বুকে সাজিয়ে রেখেছে ধান্যসুধা। এ যেন আমাদের জননীর স্নেহের দান। কাজেই অন্যান্য ফসলের চেয়ে এই শস্যকণাটিকে বাঙালি একটু আলাদা মর্যাদা দেয়। তাই সারা মরশুম জুড়ে চাষীরা যে-অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে, সেই পরিশ্রমের ফসল হেমন্তলক্ষ্মীকে যখন খেত থেকে বাড়িতে বাড়িতে আবাহন করা হয়, তখন বাংলা ও বাঙালির জীবনে উৎসবের ধূম পড়ে যায়।

ধান কেটে যখন বাড়িতে আনা হয়, তখন নিকোনো উঠোনে আলপনা দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা হয়, মেয়েরা উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনবার শংখধ্বনি করে আর নতুন ধানের গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ফুল দুব্বো বেলপাতা। ঈশ্বরের এই দানকে বাঙালি কখনোই স্বার্থপরের মতো নিজেই আগে ভোগ করে না। পঞ্জিকার তিথি মেনে গ্রামের লোকেরা সবাই একটি বিশেষ দিনে এই নতুন ধানের চালকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।

নতুন চালের আতপের পায়েস বা পরমান্ন গৃহলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে প্রথমে ছোট ছোট কলার পাতায় সেই পায়েস ছাদের উপর। খড়ের চালে, টিনের ছাউনির উপর পাখ-পাখালির জন্য রেখে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই নতুন ধানের পায়েস রাখা হয় দাওয়ায়, উঠোনে, গোয়ালঘরে, ঢেঁকিঘরে, গোলাঘরে, বাহিরবাড়ি, ভেতরবাড়ির চারিদিকে যত্রতত্র। সমস্ত প্রাণীরা, পাখিরা, গৃহপালিত পশুরা, এমনকি কি ঘরের নির্জীব আসবাবপত্রগুলোও যেন এই নতুন চালের মিঠে গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, নতুন অন্নের সঙ্গে গৃহস্থ বধূরা রান্না করে পঞ্চদশ ব্যঞ্জন। সেই কোন্ রাত থাকতে তারা কুটনো কুটে, বাটনা বেটে ঘরে ঘরে সাজিয়ে রাখে নতুন চালের ভাত আর শীতের একপ্রস্থ সুস্বাদু সব্জী। বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয় পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন। গৃহস্থের কল্যাণে কবজী ডুবিয়ে তারা খেয়ে যায় নতুন চালের অমৃতরস আর ভাসান তেলে ভাজা হরেক রকম পৌষালি ব্যঞ্জন।

এত বিপুল আয়োজন হয় যে এই সমস্ত নবান্নের দিনের রানাবান্না শীতের হিমরাতে জমে থেকে যায় পরের দিনের জন্য। পরের দিনেও সেই সব খাবারের রেশ থেকে যায়। সে-দিনটাকে বলে 'বাসি নবান্ন'। এই দিনে অনেক বাড়িতে অরন্ধনও পালন করা হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ যেন দিনকাল বদলে গেল। এই সমস্ত স্নিগ্ধ মধুময় পার্বনগুলি বাঙালির জীবনচর্যা থেকে যেন হারিয়ে গেল। পারস্পরিক সম্প্রীতি গ্রামীণ জীবন থেকে অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে বলে এবং একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে ধান্যসূত্রে গাঁথা পরিবার ও সমাজের এই মধুর বন্ধন আজ অনেকখানি শিথিল। মানুষ এখন বড় স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। তাই নবান্নের প্রসাদ খেতে আকাশের পাখিরা আজ আর নেমে আসে না গৃহস্থের উঠোনে।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় লিখেছেন –

> "এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে
> নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
> এ-পাড়ার বড় সেজ, ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
> ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত,
> এখন টুঁ শব্দ নেই সেইসব কাকপাখিদেরও।"

শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

...সংবাদদাতা : উমরপুর লাগোয়া সাইদপুর ইউ.এন.হাই স্কুলে গত ... আকিল হোসেন বি.এড. কলেজের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এক ... বিষয়ক সেমিনার হয়ে গেল। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল ... আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা'। আলোচ্য বিষয়ের উপর ... বি.এড. কলেজের অধ্যক্ষ অসীম মুখার্জী, স্বরাজবন্ধু ঘোষ, ... মিশ্র, কাশিনাথ ভকত, অরুণ সরকার, মহঃ এমাজুদ্দিন বিশ্বাস

বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস) রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

তরুণ কবি

মোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ

"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে

যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

আমাদের রাজ্য আমাদের গর্ব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বজনীন হবার পথে

৯৯.২৫% শিশুই

এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে

সবাই চেষ্টা করলে

১০০% সাফল্য এখনই সম্ভব

●

প্রাথমিক স্তরে

স্কুল-ছুটের অনুপাত কমে দাঁড়িয়েছে

৬.৮৫%

●

স্কুল-ছুট ০% করতে

আমরা সবাই বদ্ধপরিকর

●

জাতীয় স্তরের চেয়েও আমরা এগিয়ে

৩৩ বছর অভূতপূর্ব অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনার সরকার আপনার পাশে

স্মারক নং ১৩২১/তথ্য/মুর্শিঃ তাং-০৬/১২/১০

তৃণমূলের চাপে সিপিএম পার্টি সদস্য (১ম পাতার পর)

পরবর্তীতে কালুর টাকা নেবার খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। গত ৬ ডিসেম্বর লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি অন্তু হাজীর নেতৃত্বে আবদুল রসিদ, আবদুল রফিক, বদিউজ্জামানসহ প্রায় ৪০০ গ্রামবাসী কালুর বাড়ী ধাওয়া করে হুজ্জৎ শুরু করলে বাধ্য হয়ে ৫০০০ টাকা ফেরত দেন কালু।

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জঙ্গিপুর কলেজে (১ম পাতার পর)

তাই এস.এফ.আইকে কোন সমস্যার সমাধানে বেগ পেতে হয় না। ছাত্র পরিষদের হয়ে যে সব প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের বাবা-মাকে এস.এফ.আই এর ছেলেরা ভয় দেখিয়ে ভোটে দাঁড়াতে দেয়নি। ঝুট ঝামেলার ভয়ে ভোটের দিনেও তারা ভোট দিতে আসেনি। অরুণ বলেন, অনেক আন্দোলনের পর ভোটার লিষ্ট চালু হলেও তাতে না আছে ছাত্রের বাবার নাম, না আছে এলাকার পরিচয়। ভোটের দিন সময় চলে গেলেও ওরা ভোট দিয়েছে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছাত্র নেতা পলাশ সাহা এস.এফ.আই সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন প্রকাশ্যে কলেজের মধ্যে। এদের আমলে সোসাল ফাংশন হয় না। খেলাধূলারও একই অবস্থা। এইসব খাতের টাকা তারা চুপচাপে নয়ছয় করে। এদের মদত যোগান সিপিএমের মদতপুষ্ট প্রিন্সিপ্যাল স্বয়ং। অথচ দীর্ঘ ১১ বছর সংসদকে কুক্ষিগত করেও কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ আনতে পারেনি। শিক্ষকরা নিয়মমাফিক ক্লাস নেন না। ছাত্ররা নিয়ম মাফিক ক্লাসে হাজির থাকে না – এসব বন্ধে প্রিন্সিপ্যালের উপর চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি ব্যাপারে স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের কোন নজর নেই। একটা ঐতিহ্যপূর্ণ কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ হারিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে সিপিএমের এক নেতার বক্তব্য, এস.এফ.আই. এর ছাত্র সংগঠন এযাবৎকাল বিশেষ শক্তিশালী। এর প্রকৃত কারণ – এরা সারা বছর ধরে কলেজের ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে। দাবী আদায়ে আন্দোলন করে। আর ছাত্রপরিষদ বা অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো শুধুমাত্র ভোটের আগে কলেজে এসে তৎপরতা দেখায়। ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাবেই তারা সব আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়।

লরির ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু (১ম পাতার পর)

করে একটি লরি চলে যায়। আশংকাজনক অবস্থায় স্বাধীনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন তার মৃত্যু হয়। ১৯ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সাগরদীঘি রাস্তায় আইলের উপরে লরির ধাক্কায় দু'জন মোটর সাইকেল আরোহীর মধ্যে একজন ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্যজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্কুল ড্রেসে ছাত্রীদের বেপরোয়া মেলামেশা (১ম পাতায়)

বাদেও কিছু যুবক ওদের নগ্ন শরীরের ছবিও নাকি তুলে নিচ্ছে। তার পরিবর্তে উপহার দিচ্ছে মোবাইল বা অন্য কোন লোভনীয় সামগ্রী। স্কুল সময় ছাড়াও প্রাইভেট ফাঁকি দিয়ে এইসব পড়ুয়ারা শহরের ইন্দিরাপল্লী, মধুসূদনপল্লী ইত্যাদি এলাকার নির্জন গলিতে মেলামেশা করছে। শহরের মধ্যে এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ চললেও পুলিশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।

❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী

শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়

SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।